দাবি না মানলে রাজু ভাস্কর্যে ঈদ করবে ছাত্রলীগের পদবঞ্চিতরা

বিশ^বিদ্যালয় প্রতিবেদক

২৮ মে ২০১৯ ০০:০০ | আপডেট: ২৮ মে ২০১৯ ০২:৫৪

ছাত্রলীগের ৩০১ সদস্যের কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে বিতর্কিতদের বাদ দিয়ে পুনর্গঠনের দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন ছাত্রলীগের পদবঞ্চিত ও কাক্সিক্ষত পদ না পাওয়া নেতাকর্মীরা। প্রয়োজনে আসন্ন ঈদুল ফিতরের দিনও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) রাজু ভাস্কর্যে অবস্থান করবেন তারা।

গতকাল বলা সাড়ে ১১টায় ছাত্রলীগের পদবঞ্চিতরা সংবাদ সম্মেলন করে এসব কথা বলেন। এ সময় তারা দাবি আদায়ের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেন এবং বিতর্কিতদের নিয়ে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুল দেওয়ার কর্মসূচির সমালোচনা করেন। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ছাত্রলীগের সাবেক উপদপ্তর সম্পাদক শেখ নকিবুল ইসলাম সুমন।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন ছাত্রলীগের গত কমিটির কর্মসূচি ও পরিকল্পনাবিষয়ক সম্পাদক রাকিব হোসেন, সমাজসেবা সম্পাদক রানা হামিদ, পরিবেশবিষয়ক উপসম্পাদক ইফতেখার আহমেদ চৌধুরী সজীব, রোকেয়া হল ছাত্রলীগের সভাপতি বিএম লিপি আক্তার, কুয়েত মৈত্রী হল ছাত্রলীগের সভাপতি ফরিদা পারভীন, সাধারণ সম্পাদক শ্রাবণী শায়লা প্রমুখ। লিপি আক্তার বলেন, প্রধানমন্ত্রী ১৭ জনের একটি লিস্ট দিয়েছেন। ১১ দিন আগে তাদের নাম ঘোষণা করা হলেও তাদের পদ শূন্য ঘোষণা করা হয়নি এবং তাদের নিয়ে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়েছে ছাত্রলীগের সভাপতি-সাধারণ সম্পাদক। মুজিব আদর্শের সৈনিকদের কাছে এটা খুবই দুঃখজনক।

এ বিষয়ে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক গোলাম রাব্বানী বলেন, ফুল দেওয়ার নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীই দিয়েছেন। বিতর্কিতদের বিষয়ে তদন্ত চলছে। এর সঙ্গে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে ফুল দেওয়ার সম্পর্ক কী? বঙ্গবন্ধু সবার। আমরা তো তাদেরও (পদবঞ্চিতদের) বলেছি। আর তাদের অনেকে বিবাহিত, বয়সোত্তীর্ণ-এমন অভিযোগের প্রমাণও আমরা পেয়েছি। এসব অভিযোগ ক্রসচেক করে সিদ্ধান্ত জানানো হবে।

প্রসঙ্গত, ছাত্রলীগের পূর্ণাঙ্গ কমিটিতে একাধিক বিবাহিত, মাদকাসক্ত, অছাত্র, ব্যবসায়ী, জামায়াত-বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্তদের অবস্থান আছে-অভিযোগ করে গত ১৩ মে পূর্ণাঙ্গ কমিটিতে দেওয়ার পর থেকে এ অংশটি আন্দোলন করছেন। সোমবার মধ্যরাতে ছাত্রলীগের পূর্ণাঙ্গ কমিটি নিয়ে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানাতে যাওয়া হবে এমন খবরে পদবঞ্চিত ও কাঙ্ক্ষিক্ষত পদ না পাওয়া নেতাকর্মীরা আবারও রাজু ভাস্কর্যে অবস্থান নেন।